হুমায়ুন আজাদের মৃত্যু গ্রহণ ও কতিপয় জন্ম

জাহেদ সরওয়ার

"সৃষ্ঠি করো সেই সব যা দেখে জনগণ বিদ্ধ করবে বিদ্রুপে। আর সেই টুকুই হলে তুমি- জাঁ ককতো"

আমরা কেউই আশা করি নাই হুমায়ুন আজাদ এত অচিরাৎ মৃত্যুকে গ্রহণ করবেন। আমরা বলতে যারা তাকে সেনাপতি জ্ঞান করতাম। বস্তুত পক্ষে তিনি শুধু প্রগতিশীল সমাজের সেনাপতিই ছিলেন না তিনি ছিলেন বাঙ্গালী জাতির একজন অভিবাবকও। এটা বুঝতেও বাঙ্গালীদের সময়ের দরকার হতে পারে। একটা ধাবমান অন্ধকার ছিল তার আক্রমনের লক্ষ্যস্হল। মানুষের ইতিহাস মুলত অজ্ঞানতা আর অন্ধকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইতিহাস। তার সমস্ত আবিস্কার ভয় থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য। আগুন জ্বালানোর পর মানুষের ভয় অনেক কানি কেটে যায়। আলো সবসময় অন্ধকারের শত্রু। তবে আধুনিক মানুষের সব চাইতে বড় অন্ধকার হচ্ছে জ্ঞানের অন্ধকার। এটা প্রতিক্রিয়াশীল এবং সংক্রামক। উগ্র এবং আদেশ প্রবণ। অনেকটা দানবীয় তার স্বভাব। যার বিরুদ্ধে তিনি লড়েছিলেন। আমি ভাবি যে হুমায়ুন আজাদ কি জানতেন না তার শত্রুর অপশক্তি এবং দেহকাঠামো সর্ম্পকে?

যদি তিনি তা জানার পর ও সম্মুখ সমরে লড়াই করতে মনস্হির করে থাকেন এবং লড়াই চালিয়ে যান আমৃত্যু। তাহলে তাকে অসম্ভব সাহসী,সৎ আলোকপ্রাপ্ত শহীদ সেনাপতি হিসাবে তকমা মারা যায়। হুমায়ুন আজাদের আঘাতের প্রক্রিয়া এত সরাসরি এবং এত সঠিক ছিল যে তাকে একমাত্র ফরাসি বিপ্লবের পুরুধা ভলতেয়ারের সাথেই তুলনা করা চলে। আর আমার বিশ্বাস এই যুদ্ধে নামার আগেই তিনি মৃত্যুকে গ্রহণ করেছিলেন। আমার বিশ্বাস তিনি সক্রাতেসকে জানতেন,তিনি জানতেন ব্রুনোকে,জানতেন গ্যলিলিওকে তিনি জানতেন জোয়ান অব র্আককে জানতেন স্পার্টাকাসকে। তার স্হান অন্ধকারেরবিরুদ্ধে এই সব সৈনিকদের কাতারে খোদাই হয়ে গেছে। যদিও তার প্রায় উপান্যাসে তিনি যৌনতাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন তবুও মনে হয় তিনি মেজাজে মার্ক্সীয় ছিলেন। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যেখানে লেখক সাহিত্যিকরা নব্য সিনিসিজমে মেতে উঠেছেন। যখন তারা পৃথিবী ব্যাপী বোমার শব্দে জেগে উঠে বলেছেন "অনেক ঘুমাতে চেয়েছি আমি' এবং তারপর পাশ ফিরে শুয়ে পড়ছেন। সেখানে তিনি জেগে আছেন এবং নির্ভয়ে বিহার করে চলেছেন এই পোড়োজমিতে এবং হাকিয়ে চলেছেন সম্মুখ রণাঙ্গন। তিনিও তো পারতেন কোন সভ্য দেশের জ্ঞানের গোলমি করতে বা পালিয়ে যেতে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে। কিন্তু তিনি তা করেন নাই। এ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে তিনি নিজেকে একা মনে করতেন না তিনি নিজেকে সংস্কৃতির সত্তার অংশ মনে করতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অন্ধ হলেই প্রলয় বন্ধ থাকেনা। তার কবিতা গুলোকে দেখি বক্তব্যে ভরা আর প্রেমে মহিয়ান। যদিও মহাকালের চেয়ে কবিতায় তার দৃষ্ঠি ভঙ্গি ছিল সমকালের দিকে । তিনি ভবিষ্যৎ বাণী দিলেন'সব কিছু নষ্ঠদের অধিকারে যাবে। কবিতাকে তিনি ব্যবহার করেছেন অন্ধকার আর অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে এক হিসাবে সমস্ত কবিতাই তাই। জীবনানন্দ যখন অবিরাম মহাকালিক বেদনার দিকে তাকিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন 'তিমির হননে তবু অগ্রসর হয়ে'আমরাকি তিমির বিলাসী ? বস্তুত তাও অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে যুদ্ধেরই মহামন্ত্র। তার কবিতায় এক দিকে প্রেম অন্যদিকে চুড়ান্ত বিদ্রোহ। শান্তি এবং যুদ্ধ প্রেম ও বিচ্ছেদ জরা ও যৌবন এভাবেই এগিয়ে চলেছে পৃথিবী। চৈতন্যে গ্রন্থিত হয়েছিলেন তিনি। এড়িয়ে যাননি কোন দুঃসময় দুঃশাসনকে সামরিক একনায়কদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি লিখেছেন। 'জলপাই রঙের অন্ধকার'র মত বই 'ছাপ্পান্ন হাজর বর্গমাইল'র মত বক্তব্য প্রধান উপন্যস। লিখেছেন 'প্রতিক্রিয়াশীলতার র্দীঘ ছায়ার নীচে' 'সীমাবদ্ধতার সুত্র'। মুলত তার কবিতা এবং প্রবন্ধ(ভাষা সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি বাদে) ও উপন্যাসে উঠে এসেছে তার স্ব-সংস্কৃতি প্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় সমুহ। আর তিনি শুধু বিষয়কে উপস্থাপন করেন নাই সাথে সাথে বিষয় সমুহকে রক্তাক্ত করেছেন। ধারালো তলোয়ার দিয়ে সে সবকে তিনি চেছে ফেলে দিতে চেয়েছেন। নতুন করে তিনি সম্পাদনা করেছিলেন 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নতুন করে তিনি সম্পাদনা করেছেন 'রবীন্দ্রনাথকে' মুলত তার দৃষ্ঠি ভঙ্গিটাই ছিল অভিবাবক সুলভ। কিন্তু তিনি চপল বা চঞ্চল ছিলেন না তার বক্তব্য আপাত গভীরতাও কম নয়। সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক প্রথায় সিদ্দ হয়েও তিনি ছিলেন চুড়ান্ত প্রথাবিরোধী। কিন্তু তাকে কখনো রাগী তরুন সম্প্রদায়ের লোক বলে মনে হয়না। চৈতন্যের দায় তাকে নাড়া দিয়েছিলো। জ্ঞান যারা আহরণ করেন। আমি মনে করি তারা সাথে সাথে আরো দুটো বস্তু আহরণ করেন। একটা হচ্ছে মারাত্মক কান্ডজ্ঞান অন্যটা অসার কান্ডজ্ঞানহীনতা। কান্ডজ্ঞান একজন মানুষকে দায়বদ্ধ করে আর কান্ডজ্ঞান হীনতা তাকে করে তোলে আত্মপ্রেমে মাতোয়ারা। হুমায়ুন আজাদ প্রচন্ড কান্ডজ্ঞান সম্বলিত ছিলেন। তিনি সবকিছুকে ঘেন্না করতে চেয়েছিলেন সবকিছুকে ভালবেসে। তিনি কখনোই গ্রহণ করতে পারেননি এমন সাহিত্যকে যা সমাজকে স্থুল ভাবে প্রকাশ করে। তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি মাথামোটা নেতাদের। তিনি বরদাস্ত করেন নাই চরিত্রহীন সাহিত্যিকদের। তিনি শয্য করেন নাই সামরিক একনায়কদের। তিনি ছেড়ে দেন নাই সুবিধাবাদী আগাছা বুদ্ধিজিবীদের। সমস্ত অসাহিত্য সমস্ত অপন্যাস সমস্ত অকবিতার

বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন স্বোচ্ছার। মনতুষ্টির জন্য তিনি ছুটির দিনের অপন্যাস লেখেন নাই। লেখেন নাই কোনো দায়িত্বজ্ঞানহীন কাহিনী। তবে আক্রমনের পাশাপাশি তিনি অপেক্ষাকৃত বেশি মাত্রায় ব্যবহার করেছেন যৌনতাকে। মাঝে মাঝে তার চরিত্রদের প্রতি সহানুভুতি রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। তাদেরকে মনে হয় যৌনদানব। তবু তাদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ হচ্ছে স্যাটায়ার। অতিমাত্রায় যৌনতার ব্যবহারও আসে এক ধরনের হতাশা থেকে যেমন হতাশায় থাকলে মানুষ অতিমাত্রায় যৌনপ্রবণ হয়। তিনি নিদিষ্ট কোনো মতবাদে বিশ্বাস করতেন না আগেই বলেছি যদিও তিনি মেজাজে মার্ক্সীয় ছিলেন। কিন্তু তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ পাশ্চাত্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের মত নয়। কেননা তিনি দায় এড়াতে পারেন নাই। এড়াতে পারেন নাই যে সমাজে তিনি বাস করেন সেই সমাজকে। তার উদ্ধত তলোয়ার ছিন্নভিন্ন করেছে বাঙালী মুসলমানকে। সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে ক্যাথলিক আর প্রোটেষ্টান্টের মত। হুমায়ুন আজাদ জন্ম দিয়েছেন অপেক্ষাকৃত উদার মনোভাবের। র্ধম সর্ম্পকে বাঙ্গালী মুসলমানের যে অন্ধ রক্ষণশীল মনোভাব সেটা থেকে তিনি বাঙ্গালী মসলমানদের প্ররিত্রাণ দিতে চাইলেন। যেখানে তার মৃত্যু সেখানেই অন্যার্থে তার যাত্রা শুরু। তার মৃত্যুর পর এখন অনেকেই তাকে নিরপেক্ষভাবে বুঝতে চাইবে। কোন চিন্তার মৃত্যু নেই। তার বই অন্য অনেক জনপ্রিয় অপন্যাসিকের চাইতেও কম বিকোয় না। কারা পড়ে তার বই ? বিশেষ করে পড়ে তরুনরা পিছিয়ে পড়া নারী গোষ্ঠী। তিনি চেয়েছিলেনও তাই। তরুনদের ভেতর তিনি তার চিন্তাসুত্র ঢুকিয়ে দিতে পেরেছেন সেটাই তার সফলতা। হুমায়ুন আজাদ যতটুকু কর্ষন করেছেন অন্য যে কেউ সেখান থেকেই শুরু করতে পারে। তিনি তরুনদের জন্য পথটি অপেক্ষাকৃত সহজ করে দিয়ে গেছেন। এমন এক সমাজের কথা ভেবে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। যে সমাজে চিন্তার স্বাধীনতা নেই। যেন আমরা বাস করছি কতিপয় অন্ধ মানুষের ভীড়ে। প্লাতনের সেই গল্পটার মত। আামরা যেন সেই সব লোক যাদের দুহাত পিছন দিকে বাঁধা। আমরা কেবল সম্মুখ দেখতে পারি। আমরা কেবল ছায়া দেখে দেখে ভাবি এটাই জগত। এটাই পৃথিবী। হুমায়ুন আজাদ সেই লোক যে বন্দিত্ব থেকে সাড়া পেয়ে ছিলেন আর তিনি আমাদের মাঝে এসে বললেন ' দেখ আমরা কেবল ছায়াকেই জগত ভেবেছি। আসল জগত অন্য রকম। আর আমরা দূর্ভাগা তাকে সবাই মিলে হত্যা করেছি। হুমায়ুন আজাদ নিহত হন নাই। অনেকে বলতে পারেন কিন্তু হুমায়ুন আজাদের সাথে যে রকম ব্যবহার আমরা করছি। বই মেলা প্রাঙ্গণেই মুলত সে মরে গেছে চাপাতির কোপে। বাকি অর্ধেক মরেছে ধিক্কারে.ঘৃণায়, তাকে খুন করার প্রচেষ্টার পরও তার পরিবারকে শান্তিতে থাকতে দেয় নাই শত্রুরা। সরকার চিহ্নিত করতে পারে নাই তার আপাত আততায়ীদের। সরকার দিতে পারে নাই তাকে পারিবারিক নিরাপত্তার নিশ্চায়তা। শত্রুরা ফের তার সন্তানকে ধরে নিয়ে যায় এবং হত্যার হুমকি দেয় । শত্রুদের ভয় কেবল তার কলম আর দেখার চোখ। কিন্তু যা সে লিখে ফেলেছে তা কি করে রুখবে তারা। যে চিন্ত ার স্রোত সে প্রবাহিত করেছে কি করে বন্ধ করবে তারা। তার মৃত্যুর পর সে তলে তলে দিগুন শক্তিশালী। তার লেখা নিয়ে নতুন করে ভাবছে মানুষ। তার বই নতুন করে কেনার হিড়িক পড়েছে কি লিখেছে এই লোক যার জন্য হঠাৎ করে মরে যেতে হয়েছে ।

কবিতা উপান্যাস প্রবন্ধ সব মিলিয়ে তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যাও কম নয়। শুধু হুমায়ুন আজাদ কেন কোন চৈতন্য সম্মৃদ্ধ মানুয়ই নিরাপদ নয়।এই ধেয়ে আসা ভিনদেশী অন্ধকারে। আহত হওয়ার পর বিষক্রিয়ায় কোন পর্যায়ে তিনি ছিলেন তা আমাদের দ্বারা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। তিনি ছিলেন মূলত হেমলক পান করার পর সক্রাতেস যে অবস্হায় ধীরে ধীরে মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে চলেছিলেন সেই অবস্হার । তবু তার র্জামানীতে যাওয়াটা বেঁচে থাকার এক ধরনের তৃষ্ণা বলা যায় । শেষ র্পযন্ত পান করা হেমলকের অনন্ত বিষাদের আরক ক্রিয়া থেকে নিস্তার মেলেনি তার। তিনি ঢলে পড়লেন। তাকে আমরা নিহত হওয়া বলতে পারি। বলতে পারি আত্মহত্যাও। তাকে আমরা বাচাঁতে পারিনাই। এই দায় ভার আমাদের সবাইকে বহন করতে হবে। যারা তাকে খুন করতে চেয়েছিল আর আমরা যারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছি তারা সমান অপরাধী । হুমায়ুন আজাদ নেই আমরা যারা আছি এটুকু আশা নিয়ে আছি তার মৃত্যু এক ধরনের পুর্নজন্মের গান। তিনি জন্ম নেবেন বাঙ্গালীর চিন্তায়। তিনি উদাহরণ হয়ে আছেন নির্ভীক শহীদের, আত্নত্যাগ কারী,মৃত্যুকে মহিমা দান কারী, নির্ভীক প্রতিবাদি এক মহাপুরুষ হিসাবে ।